চক্র ১
১
২
৩
৪
৫
চক্র ২
১
শুভ বিবাহ
২
৩
৪
৫
চক্র ৩
১
২
৩
৪
৫

চক্র ১: মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে মাসিক বা ঋতুস্রাব একটি শারীরিক পরিবর্তন যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নিয়মিত প্রক্রিয়া। মাসিক নিয়ে আমাদের সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার রয়েছে। মাসিক হওয়া মাত্রই আমরা মেয়েশিশুটিকে বাইরে যেতে, খেলাধূলা করতে এমনকি স্কুলে যেতেও নিষেধ করে থাকি। যা অন্যায়। মাসিকের সময় সব ধরনের কাজ করা যায়। মাসিকের সময় নিজেকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে তেমনি মাসিকের কাপড় পরিষ্কার জায়গায় শুকোতে দিতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে। কৈশোরকাল থেকেই মেয়েশিশুর সঠিক পুষ্টিকর খাবার দরকার হয়। মাসিক হলেই মেয়েশিশু বড় হয়ে যায় না বা বিয়ের জন্য উপযুক্ত হয় না।

চক্র ২: ১৮ বছরের আগে মেয়েশিশুর বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কম বয়সে বিয়ে হলে যৌনমিলনের বিষয়ে মেয়েদের মনে নানা রকম ভয়-ভীতি ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। শারীরিক সম্পর্কের জন্য সে পরিপক্ক হয়ে ওঠে না। যা মেয়েদের শরীরে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব মেয়েদের নিতে হয় এবং জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারে পুরুষের আগ্রহ থাকে না। অথচ জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে মেয়েদের নানা রকম শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। মেয়েটি কম বয়সে গর্ভধারণ করে এবং গর্ভধারণ পরবর্তী যত্ন-আত্তি সে পায় না। ধীরে ধীরে মেয়েশিশুটি শারীরিকভাবে দুর্বল এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

চক্র ৩: মেয়েদের গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় গর্ভাবস্থায় যৌনমিলনে অসমর্থন জানালে স্বামী বা পুরুষ সঙ্গী জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করে এবং মেয়েটির শরীরে আঘাত করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং অশিক্ষিত দাই দিয়ে সন্তান জন্মদানের ব্যবস্থা করা হয়। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মেয়েদের চিকিৎসার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়না এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে তার শরীরে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেই সাথে সন্তান প্রসব নিয়ে অবহেলার ফলে মা ও শিশু, দু'জনেরই মৃত্যু হয়।

এই চক্রগুলি আমরাই ভাঙতে পারি যদি প্রথম থেকেই ঘটনাগুলি চিহ্নিত করি। আমাদের আশেপাশেই একই ঘটনা বারবার ঘটে চলেছে তারপরও আমরা সচেতন হচ্ছি না। মাসিকের মত সামান্য একটি শারীরিক প্রক্রিয়া একজন মেয়েশিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাকে স্বাস্থ্যসেবা, চলাফেরার স্বাধীনতা, লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে মেয়েশিশুটির উপর সংসারের বাড়তি কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব তাকে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। পুষ্টিকর খাদ্য, সঠিক চিকিৎসা এবং সঠিক যত্নের অভাবে মেয়েটি ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে পড়ছে। তাই আপনার মেয়েশিশুটির জন্য বিনিয়োগ করুন এবং সমাজের বোঝা না ভেবে তাকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলুন।

নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন রোধে আমাদের ভূমিকা কী হতে পারে?

"আমাদের মনে রাখতে হবে মেয়েশিশু পরিবারের বোঝা নয়, পরিবারের সম্পদ"

- অপর পৃষ্ঠায় ১৫টি ছবি রয়েছে। এ ছবিগুলোতে দেখানো হয়েছে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েশিশু কী ধরনের পরিস্থিতির শিকার হন।
- আপনি কি মনে করেন ছবিগুলোর কোনটিতে নারী নির্যাতন রয়েছে?
- যেসব ছবিতে নারী নির্যাতন দেখানো হয়েছে বলে আপনি মনে করছেন সেসব ছবিগুলোর উপর বৃত্ত আঁকুন।
- ভালো করে লক্ষ্য করুন এবং ছবিগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।
- কীভাবে এই নির্যাতনগুলো বন্ধ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

(আমরাই পারি জোট-এর অনুমতি ছাড়া প্রকাশনাটির ছবি বা বক্তব্য অন্য কোন উপকরণে ব্যবহার বা প্রকাশনাটি পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না)

WE CAN Bangladesh

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
৬/৪-এ, স্যার সৈয়দ রোড, ৩য় তলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
যোগাযোগ : + ৮৮ (০২) ৯১৩০২৬৫
ই- মেইল- info@wecan-bd.org